দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৪

25

শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতি চাই

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রের অবনতি অপর সব ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে গেছে। অথচ আশা করা হয়েছিল শত অসুবিধা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটি অপর সব ক্ষেত্রের চেয়ে শান্ত ও সুশৃঙ্খল থাকবে। কারণ এই ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সব লোক কমবেশি শিক্ষিত। বিশেষ করে শিক্ষকরা হচ্ছে এই ক্ষেত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। কাজেই তাঁরা দেশ ও জাতির স্বার্থের প্রতি অন্য পেশাজীবীদের চাইতে বেশি যত্নশীল হবেন এবং সরকারও তাঁদের পেশার মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে এটাই ছিল আশা। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে জাতির সে আশা বিলীন হতে চলেছে। সে জন্য এককভাবে শিক্ষকদের দায়ী করা যেমন তাঁদের প্রতি সুবিচার হবে না তেমনি সরকারও এককভাবে দায়ী নয়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড— আবহমান কাল থেকে এ সত্য সবার জানা। বর্তমান যুগে উন্নত বিশ্বের শিক্ষিতের হার তা আরও বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতি যে কত হতাশাব্যঞ্জক গত কয়েক মাসের ঘটনায় তার প্রকাশ ঘটেছে। গত মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত "ধর্মঘটী শিক্ষকদের অবরোধের মুখে যশোরে পুলিশের লাঠিচার্জ ॥ এসএসসি উত্তরপত্র বিতরণে অচলাবস্থা" শীর্ষক সংবাদটি তার বড় উদাহরণ। এই সংবাদে বলা হয়েছে, যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মধ্যে গত সোমবার বিতরণের কথা ছিল। এজন্য পরীক্ষকরা ঐদিন বোর্ড অফিসে উপস্থিত হন। কিন্তু বেসরকারী স্কুল-কলেজের ধর্মঘটী শিক্ষকরা সকাল থেকে বোর্ড অফিস অবরোধ করে রাখে যাতে উত্তরপত্র বিতরণ করা না যায়। পুলিশ এই অবরোধ ভঙ্গের শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত অবরোধকারী শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে ১০ জন শিক্ষক আহত হন।

এ কথা সবার জানা, বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের লিয়াজোঁ কমিটিভুক্ত অংশ গত ৪৩ দিন ধরে ধর্মঘট পালন করে আসছে তাদের ৪ দফা দাবি আদায়ের জন্য। চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে গত ১৮ এপ্রিল থেকে তাঁরা ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটের ফলে দেড়টি মাস দেশের ১২ হাজার বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যে ক্ষতি হচ্ছে এ ধর্মঘটের দরুন তা কি ভবিষ্যতে কোন মতে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে? এছাড়া শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির এই দাবি অযৌক্তিক বলে কেউ বলছে না, সরকার শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসে এ সমস্যার সমাধানে আসতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে সরকারের সাথে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সমুদয় দাবি মেনে নেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, তার কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রশ্ন। জাতির সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ হিসাবে শিক্ষক সমাজের উচিত ছিল জাতির স্বার্থের এবং সরকারের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করা। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে গিয়ে তাঁরা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা গড়ে দু' হাজার করে ধরলেও দু'কোটি ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার চরম ক্ষতির যে কারণ হয়ে উঠেছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকদের পক্ষে এ ক্ষতির দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে কি না আমাদের জানা নেই। তেমনিভাবে এজন্য সরকারেরও এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগে শিক্ষকদের সাথে এ ব্যাপারে একটি মীমাংসায় পৌঁছা উচিত ছিল। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, এ ব্যাপারে সরকারেরও গাফিলতি রয়েছে।

এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও যে সব কাণ্ড চলছে সে সব জাতির জন্য শুধু ক্ষতিকরই নয়, চরম লজ্জাকরও বটে। বিশেষভাবে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথাটাই ধরা যাক। স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলোতে প্রতিবছরই বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস যেন একটা নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। প্রথমদিকে এ বিষয়টিকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক অবস্থার ফলশ্রুতি মনে করা হতো। আশা ছিল ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উন্নতির বদলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এখনও বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এ ব্যাপারে কুমিল্লা বোর্ড রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গত ৫ বছরে এই বোর্ডের ৪ বার এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই বোর্ডের কোন প্রশাসন ব্যবস্থা নেই, থাকলেও এ ব্যাপারে তাদের করণীয় কিছু নেই। তেমনিভাবে এই বোর্ডটি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতার বাইরে। দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকতে এ ধরনের সর্বনাশা ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তিতেতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা সরকারের চরম ব্যর্থতাই যে প্রকাশ পায়— এ কথা সরকারকে বুঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আশা করি সরকার শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সব অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর করে, শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।